বাংলাদেশ দূতাবাস
আঙ্কারা, তুরস্ক

যথাযথ মর্যাদায় ২১শে আগষ্ট গ্রেনেড হামলা দিবসটি পালন

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি-আঙ্কারা, ২১ আগস্ট ২০২৩ঃ ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং বর্তমান বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর 'বঙ্গবন্ধু এভিনিউ'-তে অনুষ্ঠিত জনসভায় ইতিহাসের এক ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা সংঘটিত হয়। উক্ত গ্রেনেড হামলায় আওয়ামিলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আইভী রহমানসহ ২৪ জন নেতা কর্মী নিহত হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ অসংখ্য নেতা-কর্মী আহত হন। এই নৃশংস ও নারকীয় ঘটনার স্মরনে প্রতি বছর ২১শে আগস্ট "গ্রেনেড হামলা দিবস' পালন করা হয়। বাংলাদেশ দূতাবাস আঙ্কারা যথাযথভাবে দিবসটি পালনের জন্য দূতাবাসের মিটিং রুমে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতেই ২১শে আগস্ট-এর মর্মান্তিক ঘটনায় যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মরণে কোরআন তিলাওয়াত ও মোনাজাত করা হয়। এসময় ২১ আগস্ট-এর গ্রেনেড হামলার উপর নির্মিত একটি প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অত:পর রাষ্ট্রদূত এম আমানুল হক তাঁর বক্তব্যে, ২১শে অগাস্ট ২০০৪ সালে ঢাকার সমাবেশে তথা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর নেতা-কর্মীদের উপর ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার নির্মমতা বর্ননা করেন এবং নিহত ও পঙ্গুত্বের অভিশাপ নিয়ে যারা বেচেঁ আছেন তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অচিরেই একটি উন্নত আয়ের রাষ্ট্রে পরিনত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি ২১শে আগস্টের শোককে শক্তিতে পরিণত করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিমুক্ত একটি শান্তিপূর্ণ, উদার, গণতান্ত্রিক উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশের সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

পরিশেষে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং সকল মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসগর্কারী শহীদদের কথা স্মরণ এবং ২১শে আগস্ট-এ গ্রেনেড হালায় শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে তাঁর বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটান।

==========